সংবাদ

তারিখ 28 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

সরকারি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা সংকটে রূপ নিচ্ছে

● শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ আটকে রাখছে আমলারা

রাকিব উদ্দিন

প্রশাসন ক্যাডারের উদাসীনতা ও বৈষম্যমূলক আচরণে সরকারি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা ভয়াবহ সংকটে রূপ নিচ্ছে। শিক্ষক স্বল্পতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেশির ভাগ সরকারি কলেজেই একাডেমিক কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে। সারাদেশের প্রায় তিনশ' সরকারি কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট দফতর ও সংস্থায় শিক্ষা ক্যাডারের তিন হাজার ৫১টি পদই শূন্য আছে। নিয়মিত ও তদবির ছাড়া পদোন্নতি না হওয়ায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষক পাঠদানেও অনীহ হারিয়ে ফেলছেন। সংশ্লিষ্টরা জানায়, প্রশাসন ক্যাডারের বৈষম্যমূলক আচরণে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের শূন্যপদ পূরণ করা যাচ্ছে না। বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে একাধিকবার শিক্ষা ক্যাডারের শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হলেও আমলারা নানা কৌশলে তা আটকে রাখছে।

অথচ প্রশাসন ক্যাডারে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিবের সবস্তরেই পদের চেয়ে কর্মকর্তার সংখ্যা অনেক বেশি। তাছাড়া পদোন্নতির জন্যও আমলাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় শিক্ষকদের। অন্যথায় পদোন্নতি মেলে না, মেলে হয়রানি আর দুর্ভোগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়: শিক্ষা ক্যাডারে মোট শিক্ষকের পদ আছে ১৪ হাজার ৫৯০টি। এর

সরকারি : পৃষ্ঠা : ১● ক : ৭

সরকারি : কলেজে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে মোট তিন হাজার ৫১টি পদ শূন্য আছে। আবার মোট পদের মধ্যে প্রভাষকের সাত হাজার ৪৩২টি পদের মধ্যে শূন্য আছে দুই হাজার ২০০টি। চার হাজার ৩৭টি সহকারী অধ্যাপকের পদের মধ্যে শূন্য আছে ৪৯০টি। সহযোগী অধ্যাপকের দুই হাজার ৩৩১টি পদের মধ্যে শূন্য আছে ২৮৯টি এবং অধ্যাপকের ৭৯০টি পদের মধ্যে শূন্য আছে ৭২টি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বর্তমানে দেশের বাইরে থাকায় মহাপরিচালকের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে আছেন পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর আতাউর রহমান। তিনি সংবাদকে বলেন, 'সবসময় কলেজের দুই থেকে আড়াই হাজার শিক্ষকের পদ খালি থাকে। আর ঢাকার বাইরের বেশির ভাগ কলেজেই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।' তিনি জানান, 'পদ খালি না থাকলে শিক্ষা ক্যাডারে কোন পদোন্নতি হয় না।'

পদায়নে আঞ্চলিক প্রীতি

দেশের প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার কমপক্ষে ৭০টি কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের পদ একেবারেই শূন্য আছে। গণিত, ইংরেজি, বাংলা বিষয়ে কোন শিক্ষকই নেই। ফলে এসব কলেজের পাঠদান কার্যক্রমে চরম বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। অধ্যক্ষরা মন্ত্রণালয়ে ঘুরে তদবির করেও শিক্ষক পদায়ন করতে পারছেন না।

কিন্তু যেসব এলাকায় প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী কিংবা সচিব আছেন সেসব জেলার কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অন্য এলাকার কলেজের বিভাগ শূন্য করে হলেও প্রভাবশালীদের এলাকার কলেজের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নতুন শিক্ষা সচিব ড: মোহাম্মদ সাদিক দায়িত্ব নিয়েই নিজ এলাকা সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে প্রাধান্য দেন। তার নির্দেশে তড়িঘড়ি করে গত বুধবার বিভিন্ন কলেজের পাঁচজন শিক্ষককে সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজে পদায়ন করা হয়েছে। যদিও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এভাবে বিশেষ বিশেষ এলাকায় কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে কাজ করেননি। তিনি সব জেলার কলেজকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাজধানীর সব কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং জেলা সদরের বড় কলেজের শিক্ষকের বদলি ও পদায়ন করে থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ছোট কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী পদায়ন ও বদলি করে থাকে মাউশি। এতে করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ছোট কলেজগুলোতে তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষক স্বল্পতা থাকে।

শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনের বিষয়ে প্রফেসর আতাউর রহমান বলেন, '৩৩তম বিসিএসে উত্তীর্ণদের নিয়োগ পেতে আরও ২/৩ মাস সময় লাগবে। তখন আরও কিছু শিক্ষক পাবো আমরা।'

বিশেষ বিসিএসের উদ্যোগ ব্যর্থ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিশেষ বিসিএস ছাড়া কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা নিরসন করা সম্ভব হবে না। এজন্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মহাজোট সরকারের আমলে একাধিকবার বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজ মন্ত্রণালয়ের আমলারাই এর পক্ষে সায় দেয়নি, উল্টো এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। ফলে থমকে যায় ওই প্রচেষ্টা।

পদোন্নতির বঞ্চনা

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি দেয়া হয়। এতে বিসিএস'র মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পদোন্নতিতে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্যপদ না থাকায় একই ব্যাচের কর্মকর্তারা কেউ সহকারী অধ্যাপক এবং কেউ সহযোগী অধ্যাপক। একই কারণে অনেক শিক্ষকই সহযোগী অধ্যাপক থেকেই অবসরে যাচ্ছেন।

শিক্ষক স্বল্পতা ও পদোন্নতির বঞ্চনার বিষয়ে বক্তব্য জানতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে এই বৈষম্য নিরসনের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। অর্থাৎ পদ শূন্য না থাকলেও শিক্ষকরা পদোন্নতি পাবেন, কিন্তু কোন আর্থিক সুবিধা বাড়বে না। এরপরও আমলারা শিক্ষা ক্যাডারের এই জটিলতা দূর করতে অনীহা দেখাচ্ছে। সম্প্রতি অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি হওয়া সাবেক শিক্ষা সচিব এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েও তা করেননি।